দৈনিক খবর

004

তারিখ ... 25 OCT 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

চারটি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা পদ্ধতি নতুন করে সাজানো হয়েছে

॥ সাহেদ হোসেন চৌধুরী ॥

নরসিংদী, ২৪শে অক্টোবর।— চারটি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা পদ্ধতিকে নতুন করে সাজানো হয়েছে। প্রবর্তন করা হয়েছে নয়া নিয়ম-নীতি। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে এ সব নতুন নিয়ম কঠোরভাবে প্রযোজ্য করা হবে। পরীক্ষার সময় ব্যাপক অসদুপায় বন্ধ করার জন্য এ নিয়ম আরোপ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৭-এর পাতায় দেখুন

চারটি শিক্ষা বোর্ডের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ও শিক্ষা বোর্ডগুলো আলাদাভাবে সারা দেশের সবক'টি স্কুল-কলেজ নয়া নিয়ম-নীতি সম্বলিত নির্দেশনামা ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ব্যাপক নকলের অভিযোগ পাওয়া গেছে। একশ্রেণীর শিক্ষক আর অভিভাবক নকল করার কাজে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সহযোগিতাও করে। নকল করার সময় বাধা বা বহিষ্কার করলে ঘটে অপ্রীতিকর ঘটনা। এসব অবস্থা দেখে সম্প্রতি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল বলে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়। এ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ও সুপারিশমালা দেয়ার পর পরই এ নতুন নিয়ম আরোপ করা হয়েছে বলে সূত্রটি জানায়।

নতুন নিয়ম অনুসারে এখন থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতি বছরের ৩০শে জুনের পর ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে পারবে না। রেজিস্ট্রেশন করার পর এই শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল থেকে অন্য স্কুলে বদলীও হতে পারবে না। এ ছাড়াও ট্রান্সফার সার্টিফিকেট এনে নতুন কোন ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাবে না।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। বছরের ৩১শে আগস্টের পর কোন ছাত্র-ছাত্রী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে না। এ ছাড়াও কোন ছাত্র-ছাত্রী ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে কলেজ থেকে বদলী অথবা কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। এ নিয়মের ফলে পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা অনেকাংশে কমবে বলে শিক্ষকদের ধারণা। কেননা, এই নিয়মের কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা একবার রেজিস্ট্রেশন করার পর ঐ স্কুল/ কলেজ থেকে যেতে পারবে না। নকলে অভ্যস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণতঃ একটি স্কুল/ কলেজে ভর্তি হয়ে পরীক্ষার সময় যে সকল স্কুল/ কলেজে অবাধে নকল করার সুযোগ-সুবিধা থাকে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে চলে যায়।

আরোপিত নিয়মের ক্ষেত্রে অবশ্য সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অসুবিধায় পড়তে হবে। কেননা, বছরের যে কোন সময় বদলী হলে তাদের ছেলেমেয়েরা সহজে অন্য স্কুল/ কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। অবশ্য শিক্ষা বোর্ড কেবলমাত্র অভিভাবকের বদলীর সময় এই নিয়ম অনেকটা শিথিল করবে বলে জানা যায়।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের পর কলেজে ভর্তি হওয়ার সময় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মূল মার্কশীট জমা দিতে হবে। এ ব্যাপারেও কলেজ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ ছাড়াও শিক্ষা বোর্ডগুলো অপর এক নির্দেশ জানায়, প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী যখন বোর্ডে তাদের নাম রেজিস্ট্রেশন করবে, তখন তাতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে। এই নির্দেশ অমান্য করা হলে সরকারী অনুদান বন্ধ ও পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলসহ অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ নির্দেশের পর দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকেরা এক নতুন ভাবনায় পড়েছেন। কেননা কোন ছাত্র বা ছাত্রী একটি স্কুলে রেজিস্ট্রেশন করে আবার অনায়াসে অন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে। ঐ ছাত্র বা ছাত্রী যদি মিথ্যার আশ্রয় নেয় তাহলে তাদের রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকেরা কোন ভূমিকাই নিতে পারবে না।

যে কোন নতুন নিয়মে কিছু না কিছু অসুবিধা দেখা দেয়। দেয়াটাও স্বাভাবিক। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে শিক্ষা বোর্ডগুলো আরোপিত নয়া নির্দেশ নকল প্রতিরোধে অনেকটা সুফল বয়ে আনতে পারবে বলে সচেতন অভিভাবকদের ধারণা।